

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি:

স্মারক নং: ১৯.০১.২৫০১.১১৮.২৩.০২৯.১৭

২৮ এপ্রিল ২০২৩

বিষয়ঃ উৎসবমুখর এবং আনন্দঘন পরিবেশে আদ্দিস আবাবায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন।

বাংলাদেশ দূতাবাস, আদ্দিস আবাবা, ইথিওপিয়ায় উৎসবমুখর ও আনন্দঘন পরিবেশে অত্যন্ত জৌকজমকভাবে, বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে “মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩” উদযাপন করেছে। আদ্দিস আবাবাস্থ একটি শীর্ষস্থানীয় পাঁচ তারা হোটেল ‘Skylight Hotel’-এ বাংলাদেশের ৫২তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে এক সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে অত্র দূতাবাসে দায়িত্ব প্রাপ্ত চার্জ দ্যা এফেয়ার্স জনাব মোঃ মাহমুদুল আলম খান এর আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন ইথিওপীয় ফেডারেল সরকারের মাননীয় সংস্কৃতি ও খেলাধুলা বিষয়ক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, ইথিওপিয়ায় অবস্থানরত বিভিন্ন দেশের দূতাবাসসমূহের মান্যবর রাষ্ট্রদূত এবং কূটনীতিকবৃন্দ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানগণ, বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, স্থানীয় গণ্যমান্য ইথিওপিয়ান, ভ্রাতৃপ্রতীম বিভিন্ন বন্ধুদেশের ব্যবসায়ী, ইথিওপিয়ায় কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশী পরিবারবর্গ এবং অত্র দূতাবাসে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ এবং তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ ও ইথিওপিয়ার জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে শুরু হয় জমকালো আনন্দঘন অনুষ্ঠান। এরপর এ মহতী অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণে অত্র দূতাবাসে দায়িত্ব প্রাপ্ত চার্জ দ্যা এফেয়ার্স, বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সকলের উদ্দেশ্যে তার শ্রদ্ধাঞ্জলি করেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বাধীন সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মকান্ডের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের চলমান উন্নয়ন এবং অব্যাহত অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ তিনি তুলে ধরেন। চার্জ দ্যা এফেয়ার্স, ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবাতে আয়োজিত এ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ এবং ইথিওপিয়ার মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে বিদ্যমান উষ্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে দু’দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের উপর আলোকপাত করেন এবং ভবিষ্যত দিনগুলোতে সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচনের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের ৫২তম বার্ষিকী উপলক্ষে উপস্থিত গণ্যমান্য অতিথিদের নিয়ে একটি বিশেষ কেব কেটে দিবসটি উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে দর্শক-শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরে কয়েকটি প্রামাণ্য ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, রপ্তানীযোগ্য পণ্য, উন্নয়নের বর্তমান ধারা, ডিজিটাল এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপগুলোর উপর রচিত বিভিন্ন পোস্টার, সাময়িকী, বই, বুলেটিন ও লিফলেট প্রদর্শন-সহ বিতরণ করা হয়। পরিশেষে উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আগত সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং আগত অতিথিদের উদ্দেশ্যে ঐতিহ্যবাহী বাঙালি ও ইথিওপীয় মুখরোচক খাবার পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানের কিছু ছবি এতদসংক্ষেপে সংযুক্ত করা হল।

